দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 19 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

মেডিক্যালের ফল ফাঁস

ঢাবির ৪ কর্মকর্তা কর্মচারী সাসপেন্ড

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের এমবিবিএস চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই তা ফাঁস করায় চার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তারা অর্থের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর পরীক্ষার ফল কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেয় বলে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী জনকণ্ঠকে জানান।

বহিষ্কৃত ওই চার কর্মকর্তা-কর্মচারী হলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসের সেকশন অফিসার রণজিত রঞ্জন চৌধুরী, পিয়ন বিধান চন্দ্র রায় ও নিরাপত্তা প্রহরী আবুল হোসেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল মোবাইল টিমের সদস্য শাহাদাত হোসেন। এদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রণজিত ও বিধানকে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টায় এবং সোমবার রাত ১টার দিকে আবুল হোসেন ও শাহাদাতকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

প্রক্টর আমজাদ আলী জানান, অর্থের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসের একটি চক্র এ কাজটি করে থাকেন। এতে ফলপ্রার্থীরা আগেই ফলাফল জেনে অসদুপায়ের চেষ্টা করতে পারে। বিষয়টি এক ধরনের অপরাধ। এ অভিযোগ পাওয়ার পর প্রথমে দুজনকে এবং পরে আরও দুজনকে আটক করে শাহবাগ থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এ ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হবে জানিয়ে প্রক্টর বলেন, কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভর্তি জালিয়াতি কিংবা এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের কোন ছাড় দেয়া হবে না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে আমরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ইতিবাচক ফল পেয়েছি। অতীতের চেয়ে বর্তমানে জালিয়াতির প্রবণতা অনেক কমে এসেছে। ভবিষ্যতেও এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।